সূচিপত্র

উন্মোচন হোক বোধের দুয়ার ৭
লেখকের কথা ১৩
নাফরমানির প্রকার ১৭
গুনাহের কারণ ২০
মানুষের নফসে গুনাহের প্রভাব ২২
পৃথিবীর ওপর গুনাহের প্রভাব ৪৯
তাওবা ও ইস্তেগফারের উপকারিতা ৫৩
তাওবার অর্থ ও মর্ম ৫৪
তাওবার গুরুত্ব ৫৬
তাওবা সবেচেয়ে বড়ো ইবাদত ৫৮
রহমতে এলাহির দয়ার প্রশস্তি ৫৯
তাওবকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন ৬০
বিস্ময়কার ঘোষণা ৬৩
তাওবার দুয়ার ৬৫
তাওবার সওয়াব ও প্রতিদান ৬৬
তাওবার মর্যাদা এবং নবি ও সালেহিনদের তাওবা ৭৫
তাওবার প্রয়োজনীয়তা ৭৯
তাওবা ও ইস্তেগফারের ফজিলত ৮১
তাওবার উপকারিতা ৮৩
আজাব থেকে মুক্তি ৮৯
তাওবার বিস্ময়কর প্রভাব ৯০
তাওবার সময় ও শর্ত ৯০
তাওবার সময় ৯২

তাওবার শর্ত.....৯৩
তাওবা কবুলের কিছু নিদর্শন.....৯৯
তাওবা ও ইস্তেগফারের মাঝে পার্থক্য.....১০০
মানুষের স্তরভেদে তাওবার প্রকার.....১০১
কাফফারা ও গুনাহ ক্ষমার মাঝে পার্থক্য.....১০৪
তাওবার ক্ষেত্রে প্রচলিত কিছু ভুলভ্রান্তি.....১০৫
তাওবার প্রকার.....১১৬
তাকওয়ার হাকিকত.....১১৯
তাকওয়ার মূল.....১২৩
তাকওয়ার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য.....১২৫
তাকওয়ার স্তর.....১২৯
তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম.....১৩০
তাকওয়ার প্রতিদান.....১৩৫
মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি.....১৫২
নেক আমলের প্রভাব.....১৫৮
নেক আমলের হেফাজত.....১৬১
অহংকারের তিনটা স্তর.....১৬৭
অহংকারীদের বৈশিষ্ট্য.....১৬৭
অহংকারের চিকিৎসা.....১৬৮
কৃতজ্ঞতা স্বীকার.....১৭২

জান্নাতের দিকে অগ্রসর হওয়া। আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করবে, হৃদয়ে অর্জন করবে তাকওয়া, সে অবশ্যই প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভ করবে। শ্রমিক যেমন তার শ্রমের বিনিময় পেয়ে থাকে, তেমনি ইমানদার, মুত্তাকি ও নেক আমলকারীও তার প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভ করবে। আল্লাহ তায়ালার চেয়ে বড়ো পুরস্কারদাতা আর কে আছে? কেউ নেই। তাঁর চেয়ে বড়ো দাতা আর কে আছে? কেউ নেই। তাঁর দেওয়ার সাথে অন্য কারও দেওয়ার তুলনা হয় না। তিনি একক। তিনিই সৃষ্টি করেছেন জান্নাত, যার উত্তরাধিকার নির্বাচিত করেছেন মুত্তাকি ও নেক আমলকারী মুমিন বান্দাদের। আল্লাহ কখনো কারও নেক আমল ও প্রতিদান নষ্ট করেন না এবং কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুমও করেন না। তিনি সর্বোত্তম ইনসাফকারী।

ইরশাদ হয়েছে—

أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى

'তোমাদের কারও আমল আমি নষ্ট করি না, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী।'[১]

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

'কারও যদি সরিষার দানা পরিমাণও আমল থাকে, আমি তা উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।'[২]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের যেখানে ইমানের আলোচনা করেছেন, সেখানেই নেক আমলের কথা বলেছেন। ইমান ও নেক আমল উভয়টি সমার্থক। এর কারণ হলো, নেক আমল ব্যতীত ইমান ফলহীন বৃক্ষের ন্যায়। বস্তুত ইমানের বহিঃপ্রকাশ হলো আমলে সালেহ তথা নেক আমল। আমলবিহীন কখনো ইমান পূর্ণতা পায় না।

ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

'নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে।'[৩]

---

১ সুরা আলে ইমরান : ১৯৫

২ সুরা আম্বিয়া : ৪৭

৩ সুরা বাকারা : ২৭৭

কোনো মানুষকে যখন বলা হয়, অমুক ব্যক্তি তোমাকে ভালোবাসে, অমুক ব্যক্তি তোমার প্রশংসা করেছে, তখন সে সীমাহীন আনন্দিত হয়। খুশিতে তার মন যেন উড়তে থাকে ডানা ছড়ানো পাখির মতো। তাহলে কেমন হবে যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন; যিনি আসমান-জমিন তথা এ সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা, যাঁর হাতে এ কুল-কায়েনাতের একচ্ছত্র আধিপত্য? এ কথা শুনে তার মনের অবস্থা একবার চিন্তা করুন। আল্লাহ তায়ালা যে সকল বান্দাকে ভালোবাসেন, তন্মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে মুত্তাকি (আল্লাহকে যে ভয় করে) এবং তাওবা-ইস্তেগফারকারীগণ। যারা আল্লাহকে ভয় করে পাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং কখনো পাপ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা-ইস্তেগফার করে নেয়। তারা আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করে। আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি হন এবং দুনিয়ার সকলকে বলে দেন, তারাও যেন তাকে ভালোবাসে। এভাবে ইহ ও পারলৌকিক উভয় জগতে সে সফলকাম হয়।

মানুষের জীবন নানা রঙের আল্পনায় আঁকা। এখানে যেমন দুঃখ, কষ্ট ও বিপদ রয়েছে, তেমনি রয়েছে হাসি, আনন্দ ও অসংখ্য নিয়ামত। মানুষের জীবন কখনো একটি বৃত্তে স্থির থাকে না; বরং ঘুরতে থাকে চক্রাকারে। কখনো সুখের সাথে তার দেখা হয় আবার কখনো সে কষ্টকে আলিঙ্গন করে। কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা মুত্তাকি, তাওবা-ইস্তেগফারকারী, বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহর সকল আদেশ পালন করে এবং যাবতীয় নিষেধ থেকে বিরত থাকে, দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট তাদের হৃদয়ে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। তাদের মন-মননে কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। এমনিভাবে দুনিয়ার প্রাচুর্য যখন তাদের হাতে ধরা দেয়, তখন আবার অধিকতর আনন্দিত হয় না। কেননা, দুনিয়ার প্রতি তাদের মন কখনো নিবিষ্ট হয় না। পার্থিব মোহ ও লালসা তাদের আকৃষ্ট করতে পারে না। দুনিয়াবি লোভ ও মায়া থেকে তারা যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে। তাদের ধ্যানজ্ঞান একমাত্র আখিরাত। তাদের সকল প্রকার মনোযোগ নিবিষ্ট একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার প্রতি।

ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

> ‘আল্লাহর নিকট যা আছে, তা তাদের জন্য উত্তম এবং অধিক দীর্ঘস্থায়ী—যারা ইমান এনেছে এবং নিজেদের প্রভুর ওপর ভরসা রাখে।’[৪]

যারা গুনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত, আল্লাহর অবাধ্যতা, নাফরমানিতে ব্যতিব্যস্ত এবং এসবকে তুচ্ছ বিষয় বলে মনে করছে, তাদের কানে কানে মৃদু স্বরে এ কথা বলতে ইচ্ছে করে যে, তাদের গুনাহের কারণে মুসলিম জাতি আজ নিদারুণ ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। তাদের গুনাহের দায়ভার কেবল তাদের একার ওপরই পতিত হচ্ছে না; বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে এর করুণ পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী মুসলিম জাতির অধঃপতনের অন্যতম কারণ তারা। আরও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, গুনাহ ও অবাধ্যতার কারণে আমাদের ওপর দিয়ে অতিক্রম করছে উম্মাহর সর্বশেষ বিপর্যয়। কেননা, আজ অধিকাংশ মুসলমান কখনো একাকী, কখনো ঐক্যবদ্ধ হয়ে গুনাহে মত্ত। অবাধ্যতা ও নাফরমানির সাগরে ডুবে আছে। আল্লাহর দ্বীন থেকে তারা দূরে সরে আছে। গুনাহের দিকে লোকদের আহ্বান করছে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করছে।

আমাদের হৃদয়-মনের মুকুট হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষ্যানুযায়ী, কিয়ামত পূর্বকালে গুনাহ ও পাপাচার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাবে। বোধ করি, এখন চলছে সেই কাল। চারদিকে গুনাহের সয়লাব। বইছে পাপের সমুন্দর। অবাধ্যতার আস্ফালন। নাফরমানির জয়জয়কার। যারা নষ্ট, পৃথিবীতে আজ তাদের রাজত্ব। যারা ভ্রষ্ট, তারাই সেজে আছে সমাজের পথপ্রদর্শক। যারা জালিম, তারা সেজেছে মানবতার ফেরিওয়ালা। যারা হত্যাকারী, তাদের হাতে শোভা পায় শান্তি ও ইনসাফের নোবেল। যারা ব্যভিচারী-লম্পট, তারা দিচ্ছে চারিত্রিক সার্টিফিকেট। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, অসভ্যতা, বর্বরতা ও জাহেলিয়াতের সর্বোচ্চ প্রদর্শন হচ্ছে চারদিকে। এমনতর পরিস্থিতিতে ইমান নিয়ে বেঁচে থাকাই যেন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতে আগুন রাখার মতোই কঠিন। যতটুকু ইমান হৃদয়ে থাকলে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা যায়, ততটুকুন ইমানও অবশিষ্ট নেই আজ অধিকাংশের। কেবল বংশানুক্রমে নিজেদের মুসলমান দাবি করছে।

---

৪ সুরা শুরা : ৩৬

আজ বহু মানুষ চিন্তা, পেরেশানি, অস্থিরতা, বিপদ এবং জীবন ও জীবিকায় বরকত না হওয়ার অভিযোগ করে। অথচ আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—আমরা যদি আমাদের হৃদয়ে তাকওয়া অর্জন করি। তাহলে তিনি আমাদের জন্য উন্মোচন করে দেবেন আসমান-জমিনের সমূহ রিজিকের ভান্ডার। আমাদের ওপর অবতীর্ণ করবেন প্রভূত নিয়ামত। আমাদের বাগানগুলো ভরে দেবেন ফলে। আমাদের জমিন পূর্ণ করে দেবেন ফসলে। আমরা যদি হৃদয়ে তাকওয়া অর্জন করি, তিনি আমাদের জীবন ও জীবিকার পূর্ণতা দান করার ঘোষণ দিয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা এ কথাও বলেছেন—আমরা যদি তাঁর অবাধ্যতা ও নাফরমানি করি, তিনি আমাদের ওপর প্রেরণ করবেন বিভিন্ন প্রকার শাস্তি।

আমাদের প্রভু আমাদের একই সঙ্গে পুরস্কারের সুসংবাদ ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন। আমাদের তিনি দুটি পথ দেখিয়েছেন। অতঃপর বলে দিয়েছেন—কোন পথে আমাদের সফলতা এবং কোন পথে আমাদের ব্যর্থতা নিহিত। আমরা যদি অন্তরে তাকওয়া অর্জন করি, আল্লাহকে পরিপূর্ণ ভয় করি, নিয়মিত তাওবা-ইস্তেগফার করি, তিনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করবেন। পক্ষান্তরে আমরা যদি আল্লাহর অবাধ্যতা করি, তাঁর নাফরমান হই, আদেশ-নিষেধ অমান্য করি, তাহলে দুনিয়াতে আমাদের ওপর অবতীর্ণ করবেন ভয়াবহ শাস্তি। পার্থিব জীবনে আমাদের গ্রাস করবে বহুবিধ চিন্তা ও পেরেশানি। বন্ধ হয়ে যাবে প্রশস্ত রিজিকের দুয়ার। অভাব ও দারিদ্র্য ঘিরে ধরবে শক্তভাবে। আর পরকালে রয়েছে জাহান্নামের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

গ্রন্থটি গুনাহমুক্ত সুন্দর জীবনযাপনের জন্য একটি উত্তম গাইডলাইন হবে। এটি আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে ফিরিয়ে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যে অনুপ্রাণিত করবে। অতীতের কৃত পাপ থেকে তাওবা করে ফিরে আসতে সহায়ক হবে। গ্রন্থটির পরতে পরতে রয়েছে কুরআনের রশ্মি, হাদিসের বাণী, যা আমাদের অন্ধকার হৃদয়ে আলো জ্বালবে, ইনশাআল্লাহ। সেইসঙ্গে মুহতারাম লেখকের দরদপূর্ণ উপস্থাপনা, সুস্পষ্ট লেখনভঙ্গি মুগ্ধ করবে। আল্লাহর ফজল ও করমে চেষ্টা করছি অনুবাদ সুখপাঠ্য করার। দুর্বোধ্য ও কাঠিন্য পরিহার করে সহজ-সাবলীল অনুবাদকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। পাঠকের বুঝতে সমস্যা হবে—এমন শব্দ ও বাক্য এড়িয়ে গেছি, যা বরাবরই আমার আন্তরিক চাওয়া থাকে।

লেখকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা ও স্তুতি মহান আল্লাহর। আপতিত দুঃখ-কষ্টে, আক্রান্ত বিপদ-মুসিবতে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের হৃদয়-মনের সমস্ত মন্দ, অনিষ্টতা এবং কর্মের সকল ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি থেকে বিদগ্ধচিত্তে তাঁর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি। তিনি যাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেউ তাকে ভ্রষ্টতার ভাগাড়ে নিক্ষেপ করতে পারে না। আর যাকে ভ্রষ্টতার আস্তাকুঁড়ে নিমজ্জিত করেন, কেউ তাকে আলোর দিগন্তে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসুল।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমি দুটি বিষয়ে সন্নিবেশিত করেছি। তা হচ্ছে, তাওবা ও তাকওয়া।

আল্লাহ তায়ালা যখন মানবজাতিকে সৃষ্টি করেন, তখন থেকে তাদের ভুলত্রুটি সংঘটিত হচ্ছে এবং ভুলের সে ধারা আজও চলমান। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার এ এক বিরাট রহমত ও অনুগ্রহ যে, তিনি ভুলত্রুটি প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বান্দার ওপর শাস্তি অবধারিত করেন না; বরং রহমত ও মাগফিরাতের দুয়ার খুলে রেখেছেন। তাওবা ও ইস্তেগফারের দিগন্ত সদা উন্মোচন রয়েছে সকলের জন্য। আল্লাহ স্বয়ং আসমানি গ্রন্থসমূহে এবং নবি-রাসুলদের পবিত্র জবানিতে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, 'তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ কেবল তোমাদের পাপরাশি ক্ষমাই করেন না; বরং তোমাদের পাপরাশিকে তিনি নেকিতে রূপান্তরে করে দেন।' যেমনটি আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন—

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

'কিন্তু যারা তাওবা করে, ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৫]

---

৫ সুরা ফুরকান : ৭০

হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি এমন নিষ্পাপতুল্য, যার কোনো পাপ নেই।'[৬]

শুধু তা-ই নয়, বরং আল্লাহ তায়ালা তাওবাকারীকে অকল্পনীয় জায়গা থেকে অগণিত রিজিক, সাহায্য এবং এমন এমন দয়া ও রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা মানুষ তাওবা ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে কল্পনাই করতে পারবে না। এ ব্যাপারে একটি সমৃদ্ধ হাদিস রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, যেখানে তিনি বলেছেন—

من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب

'যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে প্রত্যেক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির উপায় এবং প্রত্যেক সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন। তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিজিক দান করবেন।'[৭]

অতঃপর মানুষের চিন্তা ও মনোযোগ আল্লাহর অফুরন্ত দয়া ও রহমতের দিকে মনোনিবেশ করানোর জন্য মানুষের অন্তরে এই অনুভূতি সঞ্চার করে দিয়েছেন যে, গুনাহের পরিমাণ যত অধিকই হোক না কেন; এমনকি তা যদি পাহাড়ের চেয়েও বেশি হয়, তথাপিও আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের সামনে তা নিতান্তই নগণ্য। আর তা ক্ষমা ও মুছে ফেলার জন্য কেবল সত্যিকার তাওবাই যথেষ্ট। বান্দা যখন রবের কাছে দুহাত তুলে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহর মাগফিরাত ও রহমতের সমুদ্রে জোশ এসে যায় এবং তিনি সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله عز وجل لغفر لكم

'যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি! তোমরা যদি পাপ করতে করতে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান ভরে

---

৬ সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২২৫

৭ সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮১৯; সুনানে আবু দাউদ : ১৫১৮

ফেলো; অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও, তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন।'[৮]

আর এমনটি কেনই-বা হবে না? যখন আমরা নিজেদের কারও ব্যাপারে এমনটি চাই যে, সে আমাদের সামনে থাকুক এবং যেকোনো উপায়ে, যেকোনো কৌশলে আমাদের আলোচনা চলতে থাকুক, তখন আল্লাহ তায়ালা—যিনি অন্য সকলের চেয়ে মানুষকে অধিক ভালোবাসেন এবং তাদের কল্যাণ কামনা করেন—তিনিও চান, যাদের তিনি ভালোবাসেন, তারা তাঁর স্মরণে থাকুক এবং যে কাজ তিনি পছন্দ করেন, তা তারা অনবরত করতে থাকুক, তার রহমত ও কৃপার সাগরে সর্বদা ডুবে থাকুক। আল্লাহ তায়ালা তাওবাকারীদের অনেক অনেক ভালোবাসেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদের।'[৯]

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের শুরুতে আমি গুনাহ, গুনাহের প্রকার এবং গুনাহের দরুন মানুষের মন ও সমগ্র সৃষ্টিজগতে যে মন্দ প্রভাব পড়ে, তার আলোচনা করেছি। তাওবা ও ইস্তেগফারের উপকারিতা, এর শর্ত, বিধিবিধান এবং তাওবা ও ইস্তেগফারের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করেছি। অতঃপর তাকওয়া, তাকওয়ার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও এতৎসংক্রান্ত বিধিবিধান আলোচনা করেছি। পরিশেষে নেক আমলসমূহ সংরক্ষণের ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করেছি।

এ সমস্ত আমলের বিন্যাস হচ্ছে নিম্নরূপ—

মানুষ যখন গুনাহ করে, তখন তাওবার প্রয়োজনীয়তা সামনে আসে এবং তার জন্য তাওবা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাওবা করা হয় আল্লাহর ভয় এবং ইসলাহে নফস তথা আত্মিক সংশোধনের জন্য। এরই নাম তাকওয়া। অতঃপর এই তাকওয়া ও নেক আমলে অবিচল থাকা এবং তা সংরক্ষণের করা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়।

---

৮ মুসনাদে আহমাদ : ১৩৪৯৩

৯ সুরা বাকারা : ২২২

অদরকারি বিষয়াশয়ের অবতারণা করে নিছক পৃষ্ঠা বাড়ানোর পরিবর্তে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আলোচনা করেছি। সেইসঙ্গে কোনো জইফ কিবা মওজু হাদিস যেন গ্রন্থে জায়গা না পায়, তাতে বিশেষভাবে লক্ষ রেখেছি। দলিল হিসেবে শুধু কুরআনের আয়াত ও সহিহ হাদিস বর্ণনা করেছি। ক্ষেত্রবিশেষ কিছু ঘটনা বর্ণনা করা দরকার মনে হয়েছিল; কিন্তু সচেতনভাবেই আমি তা এড়িয়ে গেছি। কারণ, এতে গ্রন্থের কলেবর বেড়ে যাবে। আর তা দেখে পাঠকেরা পাঠের সাহস হারিয়ে ফেলবে।

এই গ্রন্থ আমি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে লিখেছি। এর দ্বারা কখনোই অর্থকড়ি, সুনাম ও সুখ্যাতি লাভের ইচ্ছে করিনি। এর পেছনে যত শ্রম ও নিষ্ঠা ব্যয় হয়েছে, তাতে কেবল চেয়েছি মহান আল্লাহ যেন আমার প্রতি খুশি হয়ে যান এবং এ গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর কোনো বান্দার সংশোধন যদি হয়, তাহলে এটিই আমার ইহ ও পারলৌকিক উভয় জগতের পুঁজি হিসেবে যথেষ্ট।

আমার যে ভাইয়ের নিকট এ গ্রন্থটি পছন্দ হবে এবং তা ফি-সাবিলিল্লাহ ছেপে প্রচার করতে চায়, সে আল-ফুরকান ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ করে যথাসাধ্য সহযোগিতা লাভ করতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সংরক্ষক ও সাহায্যকারী হোন এবং সকলকে আমলের তাওফিক দান করুন, আমিন!

সেইসাথে পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন, গ্রন্থটির কোথাও কোনো ভুলচুক চোখে পড়লে চিঠি, ইমেইল, ফেক্স অথবা ফোনে আমাকে অবগত করবেন। কারও কোনো পরামর্শ থাকলে তাও জানাবেন। আপনাদের পরামর্শ সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। মহান আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন।

আপনাদের ভাই

আবু শুরাহবিল শফিকুর রহমান আদ-দারাবি

নাফরমানির প্রকার

মানুষ তার কর্মের দায়ে আবদ্ধ। সে যা কিছু করে, এর প্রভাব তার জীবনে অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়; তা যত ছোটোই হোক না কেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

'যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার ওপরই বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই জুলুম করেন না।'[১০]

মানুষের মধ্যে যারা ইমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের উত্তম প্রতিদান দেন। ইরশাদ হয়েছে—

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (৪৪) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

'যে কুফরি করে, তার কফরের জন্য সে-ই দায়ী এবং যে সৎকর্ম করে, তারা নিজেদের পথই শুধরে নিচ্ছে। যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেন। নিশ্চয় তিনি কাফিরদের ভালোবাসেন না।'[১১]

মানুষের স্বভাব-রুচিতেই ইসলাম ও আনুগত্য নিহিত আছে, যার দ্বারা তাদের আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয়। আল্লাহ তায়ালা যখন মানুষকে সৃষ্টি করেন, তখনই সকলের হৃদয়ে ইমান ও নেক আমলের যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আনুগত্য করা ও নাফরমানি থেকে বিরত থাকার স্বভাবজাত চাহিদা তিনি মানুষকে দান করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে শয়তান বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতায় লিপ্ত করে দেয়। পরস্পরের মাঝে বিরোধ ও মতানৈক্য সৃষ্টি করে এবং তাদের সঠিক রাস্তা থেকে সরিয়ে ভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

---

১০ সুরা ফুসসিলাত : ৪৬

১১ সুরা রুম : ৪৪-৪৫

গুনাহের কারণ

আমাদের জানা প্রয়োজন যে, মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও গুণাবলি বিভিন্ন ধরনের; কিন্তু গুনাহের সারমর্ম বিশেষভাবে চারটি বৈশিষ্ট্যে সীমাবদ্ধ। তা হচ্ছে—

১. প্রভুসুলভ বৈশিষ্ট্য : এর কারণে মানুষের অন্তরে অহংকার ও ঔদ্ধত্য সৃষ্টি হয় এবং মানুষে নিজেই নিজের প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করা পছন্দ করে। সর্বদা অন্যের ওপর নিজেকে বিজয়ী দেখতে ভালোবাসে। এটা ধ্বংসের চূড়ান্ত স্তর। কিন্তু গুনাহে লিপ্ত থাকার দরুন যারা উদাসীন হয়ে আছে এবং অন্য আরও কিছু মানুষ এগুলোকে কোনো পাপই মনে করে না।

২. শয়তানি বৈশিষ্ট্য : এর কারণে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, শঠতা, নিফাক ও ফ্যাসাদের ন্যায় জঘন্য সব অপরাধ সংঘটিত হয়।

৩. পশুসুলভ বৈশিষ্ট্য : এর কারণে সকল প্রকার মন্দ, নিকৃষ্ট ও প্রবৃত্তির লালসা পূরণের বাসনা অন্তরে জাগ্রত হয়। জিনা-ব্যভিচার, হস্তমৈথুন, সমকামিতা, চুরি, ডাকাতি, অন্যের হক মারা ইত্যকার জঘন্য অন্যায় এই বৈশিষ্ট্য থেকে জন্ম নেয়।

৪. হিংস্র ও বর্বরতার বৈশিষ্ট্য : এর কারণে ক্রোধ, জুলুম, পাশবিকতা, হত্যা, লুটতরাজ ইত্যাদি অপরাধ জন্ম নেয়।

এই মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের হৃদয়কে ক্রমান্বয়ে বেষ্টন করে এবং তাদের অন্যায় ও পাপ কাজে তাড়িত করে। সর্বপ্রথম পশুসুলভ বৈশিষ্ট্য তাকে কাবু করে। তারপর হিংস্র ও বর্বরতার বৈশিষ্ট্য। তৃতীয়ত শয়তানি বৈশিষ্ট্য এবং সবশেষে প্রভুসুলভ বৈশিষ্ট্য।

এগুলোই হচ্ছে সমস্ত অন্যায় ও অপরাধের শিকড়। মানুষ থেকে যে সমস্ত গুনাহ ও অপরাধ প্রকাশ পায়, সবগুলোর উৎস এগুলোই। কিছু গুনাহ অন্তরে বাসা বাঁধে। সেসবের উৎস অন্তর। যেমন : কুফর, বিদআত, নিফাক ও অন্যান্য গোপন গুনাহ। কিছু গুনাহ হয় চোখের দ্বারা। কিছু গুনাহ হয় মুখের সাহায্যে। এভাবে কিছু পেট, কিছু লজ্জাস্থান, কিছু হাত এবং কিছু হয় পায়ের মাধ্যমে। এ ছাড়া কিছু গুনাহ রয়েছে যা পূর্ণ শরীর দ্বারাই